গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৫.০১৫.২০-২৯৩

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৮ / ৩০ জুন ২০২১

যেহেতু ড. মো: আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে নিম্নরূপ অভিযোগ আনীত হয়:

তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ, অদক্ষতা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২০ রুজু করে ১৩-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখ 'ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে স্থলাভিষিক্ত প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রকল্পের কেনাকাটা, স্টক রেজিস্টার, চেকবই, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। গত ১০-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ব্যক্তিগত শুনানীকালে আবারও 'ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের যাবতীয় ফাইল ও দলিলপত্র ১৪-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখ অফিস সময়ের মধ্যে মহাপরিচালক, বিএলআরআই-এর উপস্থিতিতে বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের কাছে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু মহাপরিচালক, বিএলআরআই-এর গত ১৪-০৯-২০২০খ্রি: তারিখের ৩৩.০৫.২৬৭২.২০১.০৫.০০৫.২০২০-৬৮৮ নং স্মারক পত্রে জানা যায় যে, পুনঃপুন নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন নথি ও দলিলপত্র বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের কাছে বুঝিয়ে দেন নাই। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের উপস্থিতিতে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখ বর্তমান প্রকল্প পরিচালক-কে কিছু নথিপত্র বুঝিয়ে দিলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়াও তিনি প্রকল্প শুরু হতে দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত ক্রয়কৃত মালামালের স্টক রেজিস্টার, বিল ভাউচারের মূলকপিসহ সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন নাই, তার বুঝিয়ে দেয়া কিছু কিছু নথিতে নোটশীট ছিল না, বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনায় মহাপরিচালক, বিএলআরআই এর প্রতিস্বাক্ষর ছিল না, টেন্ডার ও কার্যাদেশ ফাইল আংশিক ছিল, প্রকল্পের পশুখাদ্য সংক্রান্ত অনুমোদিত তথ্যাদি ছিল না। এছাড়াও, বিভিন্ন নথি, যেমন- গবেষণা খাতের ২,২২,০০,০০০ (দুই কোটি বাইশ লক্ষ) টাকার দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত স্টক রেজিস্টার, প্রকাশনা সংক্রান্ত নথি, নির্মাণ সংক্রান্ত নথি, বাজেট সংক্রান্ত নথি, বিবিধ নথি, আইবাস পাসওয়ার্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি ল্যাপটপসহ অন্যান্য নথি তিনি বুঝিয়ে দেন নাই। অর্পিত দায়িত্ব পালনে অদক্ষতার পরিচয় দেওয়া ছাড়াও তিনি সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন।

যেহেতু ড. মো: আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা-কে বর্ণিত অভিযোগ সমূহে অভিযুক্ত করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয় এবং 'পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৬' এর ৩৭(খ), ৩৭(ঘ) এবং ৩৭ (চ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' 'অদক্ষতা' এবং 'আত্মসাৎ' এর দায়ে গত ০৭-১০-২০২০ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৮.০১৫.২০-৬২৮ নং স্মারক মূলে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২০ রুজুকরে তাঁকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করায় গত ০৭-১২-২০২০খ্রি: তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব সুবল বোস মনি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০০৬ এর ৩৭(খ), (ঘ) ও (চ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্তকে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একই প্রবিধানমালার ৩৮ (১) (আ) অনুযায়ী তাঁকে কেন গুরুদণ্ড প্রদান করা হবেনা তা জানতে চেয়ে গত ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ ৩৩.০০.০০০০.১১৮.০১৫.২০-১৪৫ নম্বর স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম ৩১/০৩/২০২১খ্রি: তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলে দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়:

(ক) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সত্ত্বেও দায়িত্ব হস্তান্তরের পর যথাসময়ে সম্পূর্ণ নথিপত্র স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন সম্মত আদেশ অমান্যকরতঃ অসদাচরণ করেছেন মর্মে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং তিনি গুরুদণ্ড পাবার হকদার।

(খ) নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করে, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় 'হেড অব প্রকিউরিং এনটিটি'র স্বাক্ষর না নিয়ে, দায়িত্ব হস্তান্তরের পর নতুনভাবে নথি সৃজন করে তিনি অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মর্মে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং তিনি গুরুদণ্ড পাবার হকদার।

(গ) তিনি প্রকল্প পরিচালকের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করার পরও চেকবই নিজের কাছে রেখে দেন। দায়িত্ব হস্তান্তরের পরও চেকবই নিজের কাছে রেখে দেওয়ায় আর্থিক অনিয়ম করেছেন। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় হেড অব প্রকিউরিং এনটিটি এর প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ না করা তার অজ্ঞতা বা অদক্ষতার প্রমাণক। দায়িত্ব হস্তান্তরের পরও তিনি চেকের মাধ্যমে ১৫,৫২,৯২৫ (পনের লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকা ক্যাশ উত্তোলন করেন, কিন্তু বর্ণিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ করেছেন মর্মে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; তাই তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আর্থিক অনিয়ম বিবেচনা করে অদক্ষতা হিসেবে গণ্য করা গেলেও আত্মসাৎ হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সেহেতু ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই) কে-

(ক) বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৬ এর ৩৭(খ), ৩৭(ঘ) এ আনীত অসদাচরণ ও অদক্ষতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই প্রবিধানমালার ৩৮ (আ) (ঘ) অনুযায়ী গুরুদন্ড হিসেবে তার বর্তমান পদ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা থেকে পরবর্তী নিম্ন পদে অর্থাৎ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে অবনমিত করা হলো ।

(খ) বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৬ এর ৩৭(চ) এ আনীত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো ;

এ আদেশ ১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাঃ/
তারিখঃ ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ

নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৫.০১৫.২০-২৯৩

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৮ / ৩০ জুন ২০২১

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।
৫। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, সাবেক প্রকল্প পরিচালক, ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৯। যুগ্মসচিব (প্রণিসম্পদ-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩০/৬/২০২১

(ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৬৯৮
e-mail:livestock-2@mofl.gov.bd